

# আজব নাকি আজাদ, গৌরকিশোর নিয়ে আলোচনায় তাঁরই বিনির্মাণ

এই সময়: জোসেফ স্তালিনের উমানায় ঘনি গৌরকিশোর খোন 'সাগিনা মাহাতো' উপন্যাসটি লিখতেন, তবে তাঁকে ফারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে হতো। এই ব্যাখ্যা নাটকের ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাজা বসু। মঙ্গলবার সাহিত্য আকাদেমি আয়োজিত 'গৌরকিশোর খোন— জগদশতাবসিকী অলোচনাচক্রে' ব্রাজা বলেন, 'সাম্রাজ্যত সাহিত্যে যে সব গড়পরাটা শ্রমিক-কৃষক নেতার চরিত্র ছুটিয়ে তোলা হয়, তাতে এটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় তাঁরা যেন এক কল্পনাকের বাসিন্দা। আর এই ধরনেরই বিনির্মাণ করেছিলেন 'রূপমণী' তাঁর 'সাগিনা মাহাতো' উপন্যাসে।' এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাহিত্যের উদাহরণ টেনেছেন ব্রাজা। তাঁর কথা, 'মিখাইল শলোকভ তাঁর লেখায় দেখানেন মানুষ বড় ভালো আছে। আর বরিস পাস্তেরনাক যখন 'ডব্লিউ জিতাপো'



আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাজা বসু — এই সময়

লিখলেন, তখন তিনি দেখালেন যে সব কিছুই ভালো বলছে, সেই লোকটাই বড় গড়খোলের।' অলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন ইতিহাসবিদ সৌভম ভদ্র। গৌরকিশোর সম্পর্কে একটি মুখবন্ধ তথা ধরতাইয়ের সঙ্গনে তিনি যখন উমগ্রীব, তখন লেখকেরই একটি

রচনা তাঁকে দিশা দিয়েছিল। সৌভম বলেন, 'খেখানে গৌরকিশোর নিজের সম্পর্কে নিজেই বলছেন, লোকটা বড় আজব ছিল, লোকটা বড় আজাম ছিল। এখানেই মজাটা। আসলে আজব কেন, কখন যে কী করে বসবে, কী বলবে, তার কোনও টিকটিকানা নেই। আবার আজাম কেন? যাকে

প্রতিষ্ঠানের কুঠুরির কুস্ত্র পরিসরে কখনওই আটকে রাখা যায়নি।' গৌরকিশোরের সাহিত্যিক বনাম সাংবাদিক সত্তার মধ্যেও কোনও বিবাদ নেই—এমনটাই মনে করেন সৌভম। তাঁর মতে, অসম্ভব রাজনীতি সচেতন এই মানুষটির সঙ্গে লেখার রূপকল্পে তুলনা হয় সঠীনাথ ভাস্করি বা সমরেশ বসু। বা পরবর্তী প্রজন্মের লেখক নবরত্ন ভট্টাচার্যের।

কনি সুবোধ সরকারের মতে, 'সাহিত্য রচনার নিরিখে খুব গৌরকিশোর যে বেশি সাংখ্য যে লিখেছেন, তা নয়। আলাবেয়ার ক্যামুও খুব বেশি লেখেননি। আর সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, দুয়ের আড়িনাতেই গৌরকিশোর ছিলেন অসম্ভব ডায়র।' অন্যদিকে, সাহিত্য আকাদেমির সচিব কে জীনিবাস রাওয়ের চেয়ে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম গৌরকিশোর। রাওয়ের সংযোজন, 'সাহিত্যিক জীবন শুরু করার আগে কোন কাজ করেননি তিনি। ফিটার, নাচের ললের মানেজার, কাস্টমসের কেপনি আরও কত কী; আর সব কিছু থেকেই অর্জিত অভিজ্ঞতার সিঁধনে গৌরকিশোর হয়ে উঠেছিলেন অনন্য।'